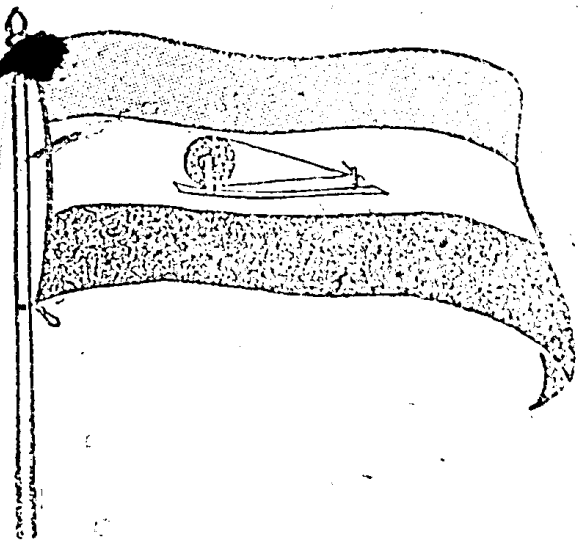

আশার আলো

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য এক আনা

আশার আলো

আশার আলো জাগ্‌লো প্রাণে মন নাচিয়ে যায়,
যেন বসন্তের হাওয়া লাগে শিরশিরিয়ে গায় ?
স্বাধীন হ'তে চল্‌ল দেশ দুঃখের হ'বে শেষ,
পুণ্যভূমি ভারতভূমির গর্ব্ব বাড়ে বেশ !
বছর দেড়েক পরে বৃটিশ ভারত ছেড়ে যাবে,
দেশ-শাসনে ভারতবাসী সকল শক্তি পাবে।
আশার আলো ঐ দেখা যায় পূব তোরণের দ্বারে,
নবীন রবি উঠ্‌ছে হেসে নবীন দেশের পারে।
দু'শ বছর ভারত শাসন করেছে বৃটিশ জাতি,
ইতিহাসে তার কীর্ত্তি রবে বিশ্ববিজয় খ্যাতি।
ভারত তবু ভুল্‌বে নাকো বৃটিশ-শাসন স্মৃতি,
ভারতবাসীর বুকের মাঝে জাগ্‌বে বেদন-গীতি।
জালিয়ানওয়ালায় নিষ্ঠুরতা ও পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ,
ইতিহাসে তার নমুনা রবে কর্‌বে যারা লক্ষ্য।
শোষণ-নীতির পেষণ যন্ত্রে নিষ্পেষিত দেশ,
দু'শ বছর রক্ত শোষণ করেছে তারা বেশ !
যখন তারা যাচ্ছে চলে দেশের অন্তিমকাল,
কঙ্কালসার মানুষগুলো পড়ে আছে জঞ্জাল।
নাই সে শ্রী ভারতবর্ষের নাই স্ফূর্ত্তির উল্লাস,
অন্ন-বস্ত্রহারা রুগ্ন কাতরা বেদনার দীর্ঘশ্বাস।

জাতিতে জাতিতে রেষারেষি চলে হত্যা লুঠের ফলে,
ভারতবর্ষ আজ তলিয়ে গেছে নরকের অতল তলে।
হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চরমে উঠেছে পাপ,
বৃটিশ যখন ভারত ছেড়ে যাচ্ছে এক এক ধাপ।
তবুও একটু আশার কথা শুনে প্রাণটা নাচে,
বৃটিশ জাতি বিদায় নেবে ভারতবাসীর কাছে।
নির্দ্দিষ্ট দিনে যাত্রা শেষ আটচল্লিশের জুন মাসে,
জাহাজ ভর্ত্তি বৃটিশ সেনা দরিয়ায় যাবে ভেসে।
ধন্য বৃটিশ মন্ত্রী প্রধান এট্‌লি সাহেব যিনি,
স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তনে উদ্যোগী হ'লেন তিনি!
চার্চ্চিল সাহেবের লাফালাফি সব দু'দিন পরে ঠাণ্ডা,
নেংটা ফকিরের ভারতবর্ষে উড়্‌বে স্বাধীন ঝাণ্ডা।
বিদায় নিচ্ছেন লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট,
পত্তন করেন ভারতের হাতে তুলে দিতে রাজপাট।
দুর্ভিক্ষ দমনে কীর্ত্তি তাঁর ভুল্‌বে না ভারতবাসী,
চিরদিন দেবে অন্তরেতে তাঁরে শ্রদ্ধা অর্ঘের রাশি।
পরিবর্ত্তে তাঁর আসিছেন যিনি মাউন্টব্যাটেন নাম,
তাঁহারি হস্তে ভারতবাসীর পূর্ণ হ'বে মনস্কাম।
ধন্য জহরলাল গড়িয়াছ তুমি ইনটেরিম গভর্ণমেণ্ট,
উচ্চ আসনে ভারত সরকারের ভাইস প্রেসিডেণ্ট!
স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান রাষ্ট্রের কর্ণধার,
তরণী চালনা করিছ গৌরবে তরঙ্গের পারাবার।

দেশে দেশে ছোটে রাষ্ট্রদূতগণ বিদেশীর দূত আসে,
স্বাধীন ভারতের উত্থান হতেছে চোখের সম্মুখে ভাসে।
স্মরণ করি আজ নেতাজীকে তাই ত্যাগী নেতা মহাবীর,
যাঁহার কৃপায় উঁচু হ'ল আজ ভারতের নতশির।
আজাদী ফৌজের শৌর্য্য ও বীর্য্যে বৃটিশের আতঙ্ক জাগে,
স্বাধীনতা তাই এগিয়ে এসেছে পঞ্চাশ বছর আগে।
কোথায় নেতাজী, কোথায় গুরুজী, ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর!
তোমার অভাবে ভারতবর্ষের ঝরিছে নয়ননীর।
দেশের গৌরব বাড়িয়েছ তুমি জাগিয়েছ প্রাণে বল,
স্বাধীনতা দ্বারে আসিয়াছে দেশ তোমারি কর্ম্মের ফল।
নতজানু হ'য়ে দেশবাসী তাই দিতেছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য,
হে দেশনায়ক! শত্রু-সংহারক! লভেছ কি তুমি স্বর্গ?
দেহের মৃত্যু যদি ঘটে থাকে তবু তুমি আছ বেঁচে,
তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভারত বেড়াবে নেচে।
তোমার আদর্শ ভুলিয়া ভারত করিতেছে কাটাকাটি,
সাম্প্রদায়িক বিবাদে মত্ত ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি।
এ সময় তুমি বাঁচিয়া আসিলে মাতিয়া উঠিত দেশ,
তোমার কৃপায় সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইত শেষ।
হে ভারতবাসি! বৃটীশ ঘোষণায় উল্লাসের কিছু নাই,
হিন্দু মুসলমানে বিবাদ থাকিলে স্বাধীনতা মিছে ভাই!
দলাদলি আর রেষারেষি ছাড়ি মন খাঁটী কর আগে,
স্বাধীনতা ধন বেঁটো তারপরে যার যাহা পড়ে ভাগে।

আজাদী ফৌজের আদর্শ সম্মুখে নিয়ে চল দেশবাসী,
একযোগে আজ হিন্দু মুসলমান হও সবে পাশাপাশি।
সে মিলন যদি নাহি ঘটে ভাই স্বাধীন হ'লেও তবু,
দ্বন্দ্ব কোলাহলে ভারতবর্ষের অশান্তি যাবে না কভু।

না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই

কোন দেশ চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখা যায় না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা পররাজ্য আক্রমণ করিয়াছে—বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে অস্ত্রবলে পদানত রাখিয়া কঠোর শাসনে নিষ্পেষিত করিয়াছে সত্য কিন্তু চির পদানত কেহ থাকে নাই। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র, কোন না কোন কালে পরাধীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু সে কলঙ্ক কালিমা ধুইয়া মুছিয়া আবার তাহারা স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা উড়াইয়াছে, গৌরবের সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান বৃটীশ সাম্রাজ্যের ন্যায় রোম সাম্রাজ্য এককালে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল কিন্তু তাহা চিরতরে ম্লান হইয়া গিয়াছে। বৃটীশ সম্রোজ্যেরও সেই পরিণতি ঘটিবে না তাহারও কোন কারণ নাই।

দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যাহারা বণিকের বেশে ভারতবর্ষে ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল, নতজানু হইয়া মোগল সম্রাটের দরবারে সাধ্যসাধনা করিয়া ব্যবসা চালাইবার

অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আজ ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা রাজদণ্ড পরিচালনার অধিকারী হইয়াছে। ঘরোয়া বিবাদে ভারত যখন উচ্ছন্ন যাইতেছিল, সেই বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়াই ব্যবসায়ী ইংরাজ অতি কৌশলে ভারতের রাজতক্ত করায়ত্ত করিয়াছিল, তাহার পর চালাইতে থাকিল অবাধ ব্যবসায়ী শোষণ-নীতি। এত শোষণ আরম্ভ করিল, মনে হয় অল্পদিনের মধ্যেই ইংলণ্ড সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষ দরিদ্র হইয়াছে—মানুষগুলি কঙ্কালসার হইয়াছে, তাহাদের অর্থে ও রক্তে বৃটীশ সাম্রাজ্যের বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে।

বৃটীশ জাতি হয়ত ভাবিয়াছিল ভারতবর্ষ এমনিভাবে তাহারা চিরদিন শোষণ করিতে পারিবে।—পরস্পর বিবাদে বিভক্ত রাখিয়া ভারতবাসীকে চির পদানত রাখিতে পারিবে। কিন্তু অনাহারে উন্মাদ তৈরী করিলে উন্মাদেরা দলাদলি ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে এবং সেই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রচণ্ড বিস্ফোভে সাম্রাজ্য তলাইয়া যাইতে পারে তাহা হয়ত তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই। ভারতবর্ষ আজ প্রকৃত উন্মাদ! ক্ষুধায় অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই, খাদ্যদ্রবের দুর্ম্মূল্য তার পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম ভারতবাসী আজ উন্মদ! দেশের এই দুর্দ্দিনের জন্য দায়ী বিদেশী শাসক ও শোষক। এই শাসক ও শোষক জাতি বিতাড়িত না হইলে ভারতবাসীর জীবনের আশা নাই।

কালের গতি ফিরিয়াছে। মহাযুদ্ধে বৃটীশ আজ দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহা আজ ঢাকিবার উপায় নাই। উন্মাদ ভারত আর চুপ করিয়া থাকিবে কেন? ভারত এখন বিক্ষোভের বারুদখানায় পরিণত হইয়াছে, একটু অগ্নি সংযোগে তাহার ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হইতে পারে। সে বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা কল্পনাতীত। হয় ভারতের পুনর্জীবন নয় পৃথিবীর ধ্বংস! বৃটীশ তাহা আজ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

তাহাই হয়ত আজ বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেণ্ট এট্‌লী সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষীয় নেতাদের হস্তে রাজ্য শাসনের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া বৃটীশ জাতি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবে। ইতিমধ্যে সৈন্য অপসারণের কার্য্য নাকি আরম্ভ হইয়াছে। উপযুক্ত ভারতীয়গণের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর ত হইতেছেই, অধিকন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রাণপণ চেষ্টায় ভারতবর্ষকে স্বাধীন মর্য্যাদাসম্পন্ন দেশে দ্রুত রূপান্তরিত করিতেছেন। লর্ড ওয়াভেল এই স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন করিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে ভারতের শেষ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আসিতেছেন, তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ কার্য্য সমাধা করিবেন। আনন্দের কথা! সুখের কথা! ভালয় ভালয় এখন স্বাধীনতা বস্তুটী আমরা পাইলেই বাঁচি—চাকিয়া দেখি। না আঁচাইলে যে বিশ্বাস নাই।

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের

—অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী, ২। যমরাজার বাঙলায় আগমন, ৩। বাঙালী জব্দ ভাতে, ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরেন, ৫। কনট্রোলের ডামাডোল, ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল, ৭। হিটলারের নরমেধ-যজ্ঞ ৮। কাপড়ে আগুন, ৯। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ, ১০। নেতাজীর অমর কীর্ত্তি, ১১। আজাদ হিন্দ ফৌজ, ১২। নেতাজীর জন্মোৎসব ১৩। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট, ১৪। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি, ১৫। জয় হিন্দ, ১৬। আজাদ হিন্দ নেকড়ে বাঘ, ১৭। পেট শাসন-ভুড়ি অপারেশন, ১৮। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ১ নং, ১৯। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ২নং, ২০। গৃহযুদ্ধ, ২১। বিষাদ-সিন্ধু, ২২। বউ কথা কও, ২৩। ঐ রে ঐ রাক্ষুসী আসে, ২৪। ভারত ছাড়ো, ২৫। নয়া হিন্দুর অভিযান, ২৬। চাবুক, ২৭। স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন, ২৮। জল-খিচুড়ী ও পুঁই চচ্চড়ি, ২৯। এ্যাটম বোমার শতনাম, ৩০। হাস্য রহস্য, ৩১। জয়যাত্রা ৩২। আশার আলো। /০ ও ৵০ মূল্যের এই ৩২ খানি পুস্তক ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০ আনা পড়িবে।

বাঙালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধের ভয়াবহ কাহিনীর পুস্তকখানি বাহির হইয়াছে—মূল্য দেড় টাকা, ভিঃ পিঃতে সাত সিকা।

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৬৮/১সি রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত